যুগান্তর

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

রাজশাহী আড়ানী ফুলমননেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

প্রশিক্ষণ নেই ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকের

হাসান আদিব, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার অন্যতম সেরা স্কুল আড়ানী ফুলমননেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে এ বিদ্যালয়টির পাশের হার নব্বই শতাংশের উপরে যা উপজেলার অন্য স্কুলগুলোর তুলনায় বেশ ভালো। এছাড়া জেলা শহরের বাইরের এ প্রতিষ্ঠানটির জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে বেশি। বিদ্যালয়ের ১৫ শিক্ষকের মধ্যে ১২ জন সৃজনশীলে স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু যে বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সেই ইংরেজি ও গণিতের কোনো শিক্ষকই এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। নিজেদের যোগ্যতায় যতটুকু সম্ভব শিক্ষার্থীদের তাই শেখাচ্ছেন বিদ্যালয়টির গণিত ও ইংরেজির

নেই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

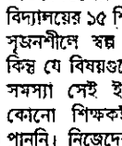

নেই : প্রশিক্ষণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকরা। এর প্রভাবও পড়ছে বোর্ড পরীক্ষায়। এছাড়া সৃজনশীলে প্রশ্নপত্র তৈরিতেও পারদর্শী নন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকরা।

সৃজনশীলে অন্য বিষয়গুলো কোনোমতে বুঝলেও গণিত একদমই বুঝতে পারে না বলে জানায় দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফারিয়া আক্তার, আতিকা আজিজ ও সাম্মিন আক্তার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকায় গণিতের সমস্যা প্রকট বলে জানায় তারা।

কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই সৃজনশীল ইংরেজি পড়াচ্ছেন জানিয়ে শিক্ষক পরিমল কুমার দাস জানান, ইংরেজি সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করতে প্রতিটি ক্লাসে লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিংসহ সব ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষকই এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক শহিদুল ইসলাম ঝন্টু জানান, সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও আধুনিকায়নের জন্য সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু আগে শিক্ষকদের এ পদ্ধতিতে পাঠদানে সক্ষম করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষকরা এখনও আগের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী ৪৭২ জন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অর্পণা রানী হালদার বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রণয়নের ৬ বছর পরও শিক্ষার্থীরা সহজেই গাইড বই হাতে পাচ্ছে। বাজারে এখনও গাইড বইয়ের ছড়াছড়ি। সরকারের উচিত দ্রুত গাইড বই বন্ধ করা। যতদিন গাইড বই বাজারে পাওয়া যাবে, ততদিন শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে মনোনিবেশ করবে না। বাজারে গাইড বই না পেলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উভয়েই পাঠ্য বই অনুসরণ করবে, পরিশ্রমী হয়ে পাঠ তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের কথায়ও বিষয়টি উঠে আসে। নবম শ্রেণীর ছাত্রী আঁখি আক্তার, সুরাইয়া জেসমিন, ইসরাত জাহান তন্বি জানায়, স্যাররা যে গাইড বই থেকে ক্লাসে পড়ান সেটাই কিনে নেয় তারা। শিক্ষকরা পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বইয়ে থাকা প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করেন না। কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় তো পাঠ্য বইয়ের অনুশীলন থেকে হুবহু কোনো প্রশ্ন দেয়া হয় না।

এদিকে নিজের স্কুলের কোনো শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরিতে পারদর্শী নয় জানিয়ে প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, উপজেলা পর্যায়ের সেরা স্কুলের শিক্ষকরা সৃজনশীলে প্রশ্নপত্র তৈরিতে এখনও সক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি। স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে উপজেলা শিক্ষক সমিতির প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। আর সমিতির প্রশ্নে বিভিন্ন গাইডবই থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেয়া হয়। ফলে সৃজনশীলের ন্যূনতম উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে না।

স্কুলটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এমএম জিয়াউল হক বলেন, সৃজনশীলের যথাযথ প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করি। তবে মেধাকে কাজে লাগাতে অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই গাইড বই অনুসরণ বন্ধ করতে হবে।